তখনও ঋতি নাইনে, ঋভু সেভেনে। দু'জনই ফাইভে বৃত্তি পেয়েছে–দু'টিই ট্যালেন্ট পুলে। এবার ঋতি এইটেও ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেলো। নাইনের শেষেরদিকে বৃত্তির টাকাটা ঋতির হাতে–ভাই-বোনের আগের বৃত্তির টাকা সব বাবার কাছে জমা। তখনি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া–ভাইফোঁটার দিনে হরেক গিফ্‌ট চলে এসেছে বাসায়; সবই ঋতির কাজ। ঋভুও কম যায় না। মায়ের থেকে চুপিচুপি টাকা নিয়ে বাজার থেকে অবাক করার মত জিনিস নিয়ে আসে দিদিভাই'র জন্য। সেটিই ছিলো প্রথম ভাইফোঁটা–ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় ঋতি মিত্র ভাই ঋভুর কপালে তিলকচুম্বন এঁকে দেয় বাবা-মা, পিসি ও কাকা-কাকীদের সামনে এ-যেন ভাইয়ের কপালে বোনের স্নেহচিহ্ন নয়, তার চেয়েও অধিক কিছু, যেন ছেলের মঙ্গল কামনায় মা-রূপী বোনেরই আশীর্বাদ। তখনও ভাই-বোনের ঝগড়াটি একদম মিইয়ে যায়নি, রূপান্তর ঘটেছে। ঝগড়াটা জ্ঞানচর্চা নিয়ে, বিশেষ-বিশেষ প্রসঙ্গে। একজন আবাহনীর সাপোর্টারতো, আরেকজন আবশ্যিকভাবে মোহামেডানের। ঋভু ক্যাটরিনা কাইফের প্রশংসা করছে তো, তখন কারিনার কোন ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ঋতি।

– আন্ডা, ওটা কোনও ছবি হলো নাকিরে। আর কী বাজে নাচ, তুই বললেই হলো।

একথার পর ভাই আর বসে থাকে কী করে।

– আন্তঃজাল দেখে কথা বল দিদি, কারিনার ছবি এখন আর মুম্বাই-চিন্নাইয়ে চলছে না তেমন।

– তুই দ্যাখ। কিন্তু ওসব বাজে নাচ একদম দ্যাখবি না ঋভু।

এরিমধ্যে ভাই-বোনের সম্বোধন তুমি থেকে তুই-এ নেমে এসেছে। দেবেন মিত্র বলেন– নেমে এসেছে বলছো কেনো সুলেখা, বলো উন্নতি হয়েছে।

– হয়েছে ছাই। তবুও ভালো তুইয়ের নিচে আর কিছু নেই। যদিও মা ওদেরকে প্রায়শই তুই বলেন, বাবা সর্বদাই তুমি।

পাঠক, আপাতত চট্টেশ্বরী রোডের মিত্রবাড়ির কোন খারাপ সংবাদ নেই। ভালো-মন্দ খবর নিয়েইতো প্রাত্যহিক জীবন–সবসময় খারাপও যায় না কারও, আবার কেবল ভালোই অব্যাহতভাবে চলতে থাকে না। যদিও কেউ-কেউ বলে, মাঝে-মধ্যে খারাপ সময় আসা একদিক দিয়ে ভালোই। ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছেন দেবেন মিত্র; তারও দু'টি ছেলে-মেয়ে। সে এখন বাবার ব্যবসার একাংশ দেখছে; বড়দা দেবেনের সঙ্গেই একান্নবর্তী সে থেকেই। বাবার ব্যবসার সিংহভাগ নিয়ে মেজো ভাইও খারাপ নেই। একই বাড়িতে বিধবা মেজোবোন–আন্তঃসম্পর্কও ভালো। ভালোর সঙ্গে ভালোর যোগ–এইই হয়তো নিয়ম। ঋতির এসএসসির ফল বেরোবার পরেরদিনই মিত্রবাড়িতে খানাপিনার আয়োজন–মাঝে-মাঝেই এমনটি দেবেন মিত্র করে আসছেন; ছেলে-মেয়ের জন্মদিনে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে–ঠিক ঠাকুরদার অভ্যাস পেয়েছেন তিনি। অসাধারণ ফল করেছে ঋতু–বাড়িময় খুশির জোয়ার। ঋতি বললো–দেখলিতো। কেমন দেখিয়ে দিলামরে ঋভু।

– ওকে। সময় আসুক দিদি, দেখবি তখন।

ঋভুর সে-সময়ও চলে আসে। দিদির মতোই অসাধারণ রেজাল্ট তার। এবার কলেজের পালা। ঋতি সরকারি মহিলা কলেজ থেকে আরও একটি বোর্ড পরীক্ষার পড়া নিয়ে জেরবার। ঋভুর কেবল শুরু। কার কলেজ কতটা ভালো–সে নিয়েও তর্কের কমতি নেই। ভাই-বোন কোচিং থেকে ফিরছে একদিন–একটা গলির মুখে কতগুলো ছেলে কী যেন বললো ঋভুকে। বুঝতে অসুবিধে নেই যে, ওরা ঋভুর কলেজমেট; কেউ নতুন করে কলেজে ভর্তি হওয়ার পর, কেউ আবার স্কুলেরই বন্ধু। বাইরে বেরোলে এদের সঙ্গেই হয়তো ঋভুর আড্ডা হবে। একদিন সন্ধ্যেয় দিদি বললো–সেদিন তোর বন্ধুরা কী বললোরে।

– কোন বন্ধুরা দিদি। ঋভু পাশ কাটাতে চায়।

– সেদিন গলিরমোড়ে দেখলাম যে।

– না, তেমন কিছু নয়। বললো, তোর দিদি অনেক সুন্দর।

– একদম মিথ্যে বলবিনে ঋভু, ওদের কাউরে আগে দেখিনি। আমাকেও ওরা চেনে না। তোর ঘনিষ্ট-স্কুলবন্ধুদের কাকে চিনি না, বলবি। বল, কী বলেছে ওরা?

– না, ওরা আসলে বলেছিলো, খুবতো জুটিয়েছিস, তোমায় চিনতে পারেনি তো।

– নো। আর কী বলেছে বল।

ঋভু ঠিক কিছু বলতে চাইছে না, ইতঃস্তত করছিলো। কিছুটা রক্তিম হয়ে আছে মুখ।